গাড়ী ইত্যাদিও ঐ যুগের অন্যতম কলাকৃতির নিদর্শন। প্রদর্শন কক্ষের নিদর্শনগুলির মধ্যে কয়েকটি খেলনাগাড়ী ও মূর্ত্তি প্রদর্শিত হয়েছে যা খ্রিষ্টীয় ১ম ও দ্বিতীয় শতকের নিদর্শন।

গুপ্তযুগের কলাকৃতির প্রভূত নিদর্শন রয়েছে তমলুক সংগ্রহালয়ে। ঐ সময়ের

মূর্ত্তিগুলিতে অপরূপ শারিরীক সৌন্দর্যের সাথে, কমনীয়তা, কোমলতা, গাম্ভীর্য্য ও অন্তলীন ভাবময়তার এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে। তমলুক ও তার আশেপাশে বেশকিছু পোড়ামাটির মূর্ত্তি পাওয়া গেছে যা গুপ্তযুগের (আনুমানিক ৪র্থ-৫ম শতক) কলাকৃতির নির্দশন বলে পরিগণিত হয় এবং এগুলির কিছু কিছু প্রদর্শন-আধারে প্রদর্শিত হয়েছে। মাতৃ ক্রোড়ে শিশু ও বুদ্ধ মস্তক বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

সংগ্রহালয়ে গুপ্তোত্তরযুগের (আনুমানিক ষষ্ঠ-অষ্টম শতক) নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে একটি প্রস্তর নির্মিত ধর্মচক্র প্রবর্তন মুদ্রার বুদ্ধ মূর্ত্তি। জাতক গল্পগাথা উৎকীর্ণ একটি পোড়ামাটির ফলক, কিছু সীলমোহর ও সীল ঐ যুগের অন্তর্ভুক্ত।

পালযুগের শিল্প নিদর্শন গুলির নির্মানশৈলীতে রুচি, দেহ সৌষ্টব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। প্রস্তর, ধাতু ও পোড়ামাটির নিদর্শনগুলিও ঐ সব গুণাবলীর ব্যতিক্রম নয়। সংগ্রহালয়ে সংগৃহীত ঐ যুগের পোড়ামাটির নিদর্শনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কিছু ফলক যেগুলিতে বিভিন্ন বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্ত্তি, মহিলা ও পৌরানিক দেবদেবীর মূর্ত্তির উপস্থাপনা রয়েছে। কয়েকটি প্রস্তর মূর্ত্তিও রয়েছে ঐ সময়কার।

উপরিউক্ত প্রত্নবস্তু ছাড়াও সংগ্রহালয়ের, প্রদর্শ-আধারে রাখা হয়েছে বিভিন্ন যুগের মুদ্রা।

প্রদর্শ-আধারে আরো প্রদর্শিত রয়েছে নানারকম পুঁতি। এগুলি বিভিন্ন আকার ও প্রকারের এবং বিভিন্ন যুগের। পোড়ামাটির প্রদীপগুলিও বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন প্রকারের। আরো রয়েছে তমলুক থেকে পাওয়া নানারকম সীল ও সীলমোহর। মূলত ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এগুলি ব্যবহৃত হত। কিছু কিছুতে যেমন ধর্মীয় সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি ব্যক্তিগত নামোল্লেখ ও রয়েছে কয়েকটিতে। ধর্মীয় সীলমোহরে রয়েছে বৌদ্ধ ধারনী বা মন্ত্র ইত্যাদি।

প্রদর্শিত বস্তুগুলির মধ্যে রয়েছে পোড়ামাটির শিশু কবরাধার (মতান্তরে জামা-কাপড় রঙ করার পাত্র), রোমক মদ-বহন পাত্র যা এ্যামফোরা নামে পরিচিত। এই মদ্যপাত্রটি প্রমান করে তমলুকের সাথে রোমের ব্যবসা বানিজ্যের সম্পর্ক ছিল।

বাঙলার বিভিন্ন অংশে পটচিত্রের প্রচলন আছে। এগুলিতে আছে মাটির গন্ধ ও বহু দিন ধরে চলতে থাকা সাধারণের কলাকৃতি। গল্প বলার ঢংএ পৌরানিক, মহাকাব্যিক, কিম্বদন্তীর কাহিনীকে গুটানো কাগজে চিত্রিত করা হয়েছে ঘটনা পরম্পরায়।

হাতে লেখা তুলোট কাগজ ও তালপাতার বেশ কিছু পুঁথি রয়েছে সংগ্রহালয়ে। ভাষা হল মূলত সংস্কৃত, সম-বাঙলা এবং বাঙলা।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তমলুকের একটি গৌরবোজ্জল ভূমিকা রয়েছে। সংগ্রহালয়ে বেশ কিছু সেই সংক্রান্ত খবর কাগজ ও সাময়িক পত্র ইত্যাদি রয়েছে।

পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের তরফ থেকে সর্বাত্মক চেষ্টা করা হচ্ছে সংগ্রহালয়টিকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার। স্থানাভাব একটি বিরাট প্রতিবন্ধক। সবার কাছ থেকেই আমরা এ ব্যাপারে সহযোগীতা কামনা করি। দায়িত্ব শুধু পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের নয়, দায়িত্ব সবার।

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ
কোলকাতা মণ্ডল

সি. জি. ও. কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা)
ব্লক - ডি.এফ, সেক্টর - ১, সল্টলেক, কোলকাতা - ৭০০ ০৬৪
দূরভাষ ঃ (০৩৩) ২৩৩৪ ৪৩৮৯ / ৩৭৭৫
ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২৩৩৪ ৪৩৮৯
ই মেল ঃ এএসআইক্যাল@ভিএসএনএল.নেট.ইন

পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহালয়

তমলুক

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ
কোলকাতা মণ্ডল

পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহালয় - তমলুক

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের একটি ক্ষেত্রীয় সংগ্রহালয় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলা সদর তমলুকে অবস্থিত। তমলুক সংগ্রহালয়টি কলকাতা থেকে সড়ক পথে ১০০ কিমি দূরে । নিকটবর্ত্তী স্টেশন তমলুক হলেও দক্ষিন পূর্ব রেলের হাওড়া-খড়গপুর বিভাগের মেছেদা রেলষ্টেশন ব্যবহার করা সুবিধাজনক।

রূপনারায়ন নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত তমলুক প্রাচীন পালি ও সংস্কৃত গ্রন্থে নানা নামে উপস্থাপিত যথা তাম্রলিপ্ত, দামলিপ্ত, তাম্রলিপি, তাম্রলিপিকা, বেলাকুল ইত্যাদি। পূর্ব ভারতের এই প্রাচীন নদীবন্দর থেকে বর্হিদেশগামী অর্নবপোত বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করত। প্লিনি (খ্রীষ্টাব্দ, ১ম শতক) তমলুককে তালুকেট এবং টলেমি (খ্রীষ্টাব্দ, ২য় শতক) 'ট্যামালিটেস' বলে বর্ণনা করেছেন। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ সিং, ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙ এই সমৃদ্ধশালী বাণিজ্যবন্দরে পদার্পন করেছিলেন। ধর্মকেন্দ্র হিসাবেও তমলুকের বহুলখ্যাতি ছিল।

বিংশ শতকের শুরু থেকে তমলুক উৎসাহী প্রত্নতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষন করেছিল। ১৯৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দে তমলুকে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের তরফ থেকে একটি পরীক্ষামূলক উৎখনন পরিচালিত হয় টি.এন রামচন্দ্রনের তত্ত্বাবধানে। পরে ১৯৫৪-৫৫ সালে আর একটু বড় মাপের উৎখনন হয়। এই উৎখননে প্রাচীন সমৃদ্ধশালী বাণিজ্যিক বন্দর শহরটি সাংস্কৃতিক পর্বের পারম্পর্য্য বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ এম. এন দেশপান্ডের মত অনুযায়ী তমলুকের সাংস্কৃতিক অধিবসতি নব্যপ্রস্তর যুগ থেকে বর্ত্তমানকাল অব্দি প্রলম্বিত। মাঝে মধ্যে কিছুটা বিরতি পর্ব ও আছে। অধিবসতিস্তর গুলি হল নবাশ্মীয়/তাম্রাশ্মীয় যুগ, মৌর্য-শুঙ্গ যুগ, কুষাণ যুগ, গুপ্ত যুগ, পাল-সেন যুগ ইত্যাদি।

১৯৭৫ সালে ছোটমাপের উৎখননে সর্বনিম্নে একটি কালচে পোড়ামাটীর স্তর লক্ষ্য করা গেছে যার মধ্যে তাম্র প্রস্তর যুগের চিরাচরিত কৃষ্ণ-লোহিত কৌলাল, ছোট নব্য প্রস্তর যুগীয় কুঠার ও নানান হাড়ের অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া গেছে। এর উপরেই শুরু হয়েছে লৌহযুগ। এযুগেও নিম্নমানের কৃষ্ণ-লোহিত কৌলাল পরিলক্ষিত হয়েছে। এই স্তরের উপরে পাওয়া গেছে উত্তরের চক্‌চকে মসৃণ খোলাম কুচি। শুঙ্গ-কুষান কালীন অধিবসতি স্তরে যে বন্যার বহুল প্রকোপ ছিল তা পুরু পলল মিশ্রিত স্তরের বিভিন্ন অংশে প্রাপ্ত সমকালীন কৌলাল থেকে জানা গেছে।

অধিবসতির সর্বোচ্চস্তরে লবন কারখানার মুখখোলা চুল্লি আবিস্কৃত হয়েছে।

তমলুক ও তার আশপাশে উৎসাহী প্রত্নবিদদের ক্ষেত্রানুসন্ধানের ফলেও প্রভূত প্রত্নসামগ্রী আবিস্কৃত হয়েছে। তাম্রপ্রস্তর যুগের সাদা রং করা কৃষ্ণ-লোহিত কৌলাল, ক্ষুদ্রাস্ত্র তমলুক-নিকটবর্তী রূপনারায়নের ক্ষয়িষ্ণু কুলে ১৬ কিলোমিটার দূর অব্দি পাওয়া গেছে। এই আবিষ্কারের অধিকাংশই তমলুক সংগ্রহালয়ে রয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে ক্ষেত্রানুসন্ধান ও উৎখননের ফলে তমলুকের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব উন্মোচিত হবার পর তা স্থানীয় জনসাধারণ ও বিদ্যোৎসাহী মহলে প্রেরণার সঞ্চার করে এবং বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তি, শিক্ষক, গবেষক, অধ্যাপক ও প্রত্নোৎসাহীদের উদ্যোগ ও উদ্দীপনায় প্রতিষ্ঠিত হয় তমলুক সংগ্রহালয় ও গবেষনা কেন্দ্র। ১৯৭৫ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তমলুক পুরসভার দুটি ছোট্ট ঘরে তাম্রলিপ্ত সংগ্রহালয় ও গবেষনা কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্ত্তীকালে পরিচালকমন্ডলী সিদ্ধান্ত নেন যে সংগ্রহালয়ের উন্নতিকল্পে এটিকে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের হাতে হস্তান্তরিত করা হবে। অনেক টালবাহানার পর ২০০১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে এটিকে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের কোলকাতা মণ্ডল একটি ভাড়া বাড়ীতে সংগ্রহালয়টিকে পুনর্গঠিত করে।

পুনর্গঠিত সংগ্রহালয়ের প্রদর্শনকক্ষগুলি সাংস্কৃতিক পারম্পর্য্য রেখেই তৈরী করা হয়েছে। প্রধান প্রদর্শন কক্ষে দর্শকরা প্রথমেই দেখতে পাবেন কিছু প্রাগৈতিহাসিক অস্ত্রশস্ত্র যা অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। প্রত্নপ্রস্তর যুগ, মধ্য প্রস্তরযুগ ও নব্যপ্রস্তর যুগের নানান অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শ-আধারে প্রদর্শিত হয়েছে। তাম্রপ্রস্তর যুগেরও কিছু অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে সংগ্রহালয়ে। তমলুকের নব্যপ্রস্তর ও তাম্রপ্রস্তর যুগের বিভাজনরেখা নেই বললেই চলে। প্রত্নপ্রস্তর ও মধ্যপ্রস্তর যুগে মানুষরা মূলত ছিল খাদ্য সংগ্রাহক ও শিকারী। নব্য প্রস্তর যুগে মানুষের জীবচর্য্যায় একটা বড় সড় পরিবর্ত্তন এসেছিল। খাদ্যসংগ্রাহক শিকারী জীবন থেকে খাদ্য উৎপাদক হিসাবে তার উত্তরণ ঘটল। এই সময়কার আয়ুধগুলোও একটু অন্যপ্রকার। ছোট্ট মসৃণ হাতকুঠার ছাড়াও, হাড়ের তৈরী নানা আয়ুধত্ত ব্যবহৃত হত যা তমলুক ও আশপাশ এলাকায় পাওয়া গেছে এবং বেশ কিছু সংগ্রহালয়ের ১ নং প্রদর্শনকক্ষে প্রদর্শিত হয়েছে। তাম্রপ্রস্তর যুগে তামার, পাথরের ও হাড়ের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে যুগপৎ। এই সময়কার মৃৎপাত্রগুলিতে (যেগুলি প্রদর্শ আধারে প্রদর্শিত হয়েছে) নানারকম আঁকিবুকি, আঁচড় টানা নকসা রয়েছে। এছাড়াও নানারকম পুঁতি, মাদুলী, পোড়ামাটীর বালা, গলায় ঝোলানো লকেট, হাড়ের তৈরী নানান জিনিষ প্রদর্শ-আধারে রয়েছে।

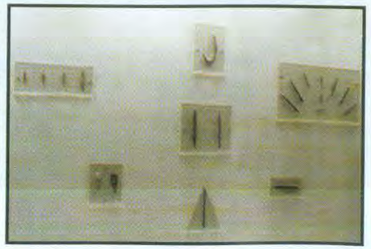

ঐতিহাসিক যুগের তমলুক তার অবস্থানের জন্য সামরিক ও বাণিজ্যিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সমুদ্র সমীপবর্ত্তী হওয়ার জন্য এটি ছিল স্বাভাবিক বন্দর-শহর এবং অতি উন্নত শিল্পবাণিজ্য কেন্দ্র। নগরের নাগরিকরা যে উন্নতমানের জীবন যাপন করত তা প্রতিফলিত হয়েছে তমলুক ও তার আশ-পাশ থেকে আবিস্কৃত প্রত্নসম্ভারে। এই সময়কার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন হল নানান পোড়ামাটির ফলক, মূর্ত্তি, মুদ্রা, পুঁতি ইত্যাদি। তৎকালীন মৃৎপাত্রের নমুনাতেও তা প্রমানিত। সংগ্রহালয়ে সমস্ত কিছু নিদর্শনই প্রদর্শিত হয়েছে। তমলুক, সংগ্রহালয় তার পোড়ামাটির শিল্পসম্ভারের জন্য পৃথিবী বিখ্যাত।

সংগ্রহালয়ের প্রদর্শ আধারে মৌর্যযুগের নিদর্শনগুলির মধ্যে রয়েছে বিবিধ শিরোভূষন সম্বলিত পোড়ামাটির মূর্ত্তি, অঙ্কচিহ্নিত মুদ্রা, ঢালাই করা মুদ্রা ইত্যাদি।

কলাকৃতির ক্ষেত্রে তমলুক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে এর অতি সুন্দর বৈশিষ্ট্যময় ও বৈচিত্রমন্ডিত পোড়ামাটির ফলক ও মূর্ত্তিগুলির জন্য যা মূলত শুঙ্গযুগের অবদান (খ্রীঃপূঃ-২য়-১ম শতক)। সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত শুঙ্গযুগের পোড়ামাটির কলা নিদর্শনগুলির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সেগুলির অপার সৌন্দর্য্য, বিষয়বস্তুর বিশদ ও বিশাল ব্যাপ্তি, কমনীয়তা ও অতি দক্ষ ও সুক্ষ কারুকৃতি যা দেখা মাত্রই নজর কাড়ে।

সংগ্রহালয়ের প্রদর্শন কক্ষে রাখা পোড়ামাটির নিদর্শনগুলি মূলত নয়নলোভন নারীমূর্ত্তি যা যক্ষী নামে সমধিক পরিচিত। তাদের বেশভূষা, মস্তকাভূষণ, কণ্ঠহার, বাজুবন্দ, কানের দুল, বালা সমস্ত কিছুর মধ্যে একটা সুললিত বিন্যাস ও প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করা যায়। আয়ুধাকৃতি খোঁপার কাঁটাগুলি নিয়ে বিদ্বজ্জনের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও সেগুলি যে কুন্তল-ভূষন রূপে অনন্য এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই। সর্বোপরি লক্ষ্যনীয় হল মূর্ত্তিগুলির চোখে মুখে এক রহস্যময় হাসির বিচ্ছুরন যা বারবার সেগুলিকে দেখার অমোঘ আকর্ষন তৈরী করে। কিছু কিছু পোড়ামাটির ফলকে জাতকের গল্প ও উৎকীর্ণ করা হয়েছে।

সংগ্রহালয়ে প্রদর্শিত কুষানযুগের পোড়ামাটির নিদর্শনগুলি হল বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত অবয়ব ও বেশভূষা সম্বলিত মূর্ত্তি। কখনো কখনো বৈদেশিক কলাকৃতির প্রভাব ও সেগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। পোড়ামাটির জীবজন্তুর মূর্ত্তি, খেলনা-